بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২০ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.)-এর অন্তিম অসুস্থতার সময় হযরত আলী তাঁর (সা.) সেবা করেছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)'র গৃহে কাটিয়েছিলেন। সেই দিনগুলিতে একদিন মহানবী (সা.) হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা.)'র কাঁধে ভর দিয়ে নামাযের জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হন। সেই দিনগুলোতে একদিন হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বাইরে এলে সাহাবীরা তার কাছে জানতে চান, আজ সকালে মহানবী (সা.) কেমন আছেন; উত্তরে হযরত আলী জানান তিনি (সা.) এখন সুস্থ আছেন। হযরত আব্বাস (রা.), যিনি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের মৃত্যুর পূর্বের চেহারা কেমন হয় সে বিষয়ে খুব ভালোভাবে অবগত ছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পারেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু সন্নিকট। তিনি এ-ও মন্তব্য করেন, মহানবী (সা.) সম্ভবতঃ আর তিনদিনের বেশি বাঁচবেন না। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, চলো আমরা দু'জন গিয়ে মহানবী (সা.)-কে খিলাফত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করি যে, এর দায়িত্ব কারা পাবেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.) বলেন, **'আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে কোন প্রশ্ন করব না! যদি আমরা তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করি এবং তিনি আমাদেরকে এই সম্মানে ভূষিত না করেন, তবে তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর মানুষ কখনোই আমাদের এই পদে ভূষিত করবে না।'** মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী, হযরত ফযল ও হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ তাঁর (সা.) পবিত্র মরদেহ গোসল করান এবং তারাই তাঁকে কবরে সমাহিত করেন। কারো কারো মতে, আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কেও তারা এ কাজে সাথে নিয়েছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে হযরত আলী (রা.)'র বয়আত গ্রহণের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কতক বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আলী সানন্দে ও সাগ্রহে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন এবং এটিই সঠিক। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, মুহাজির ও আনসারগণ হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত গ্রহণের পর হযরত আবু বকর (রা.) মিম্বরে উঠে দাঁড়ান, তিনি সেই সমাবেশে হযরত আলী (রা.)-কে দেখতে না পেয়ে তাকে খোঁজ করেন। কয়েকজন আনসার তাকে গিয়ে নিয়ে আসেন এবং হযরত আলী (রা.) তখন বয়আত গ্রহণ করেন। এমনও বর্ণনা রয়েছে, হযরত আলী (রা.) তখন কেবল আংশিক পোশাকাবৃত ছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই দ্রুত বয়আত গ্রহণের জন্য ছুটে আসেন এবং বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব করেন নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও একস্থানে লিখেছেন, হযরত আলী প্রথমদিকে হযরত আবু বকরের বয়আত গ্রহণে বিলম্ব করেন, কিন্তু বাড়িতে গিয়েই হঠাৎ তার কী মনে হল— তিনি পাগড়ি ছাড়াই কেবল টুপি পরা অবস্থাতেই বয়আত গ্রহণের জন্য ছুটে আসেন। মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এটি না করলে তা অনেক বড় পাপ হবে। আবার বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আলী (রা.) নাকি হযরত ফাতেমা (রা.)'র মৃত্যুর পর অর্থাৎ ছয় মাস পরে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তবে এই হাদীসটির শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর এবং আরও অনেক

আলেমের মতে হযরত আলী (রা.) প্রথম দিকেই বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, আর হযরত ফাতেমা (রা.)'র মৃত্যুর পর তিনি বয়আত নবায়ন করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এও বলেছেন, **বুখারীর হাদীস হলেই যে সব হাদীস সঠিক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।**

হুযূর (আই.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী পুস্তক 'সিররুল খিলাফা' থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন, যাতে তিনি (আ.) হযরত আলী (রা.)-কে কেন্দ্র করে হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)'র প্রতি শিয়াদের বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্যের যথাযথ খণ্ডন করেছেন এবং তাদের আপত্তির প্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.)'র অবস্থানও যে প্রশ্নবিদ্ধ হয়— তা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আলী (রা.) কখনোই তার পূর্ববর্তী খলীফাগণের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি, বরং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাদের পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। তিনি যেমন খলীফাদের অনুগত ছিলেন, তেমনিভাবে খলীফারাও তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করতেন। হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) একাধিক বার হযরত আলী (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে নিজেরা যুদ্ধাভিযানে গিয়েছেন। আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা হযরত আলী (রা.)'র কাছে পরামর্শ চেয়েছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালেও যখন বিদ্রোহীদের পক্ষে থেকে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, তখন বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.)'র সাথে পরামর্শ করেন। হযরত আলী (রা.)ও নিঃসংকোচে তাকে এরূপ বিশৃঙ্খলার কারণ অবগত করেন। বিদ্রোহী মিশরীয়রা যখন হযরত উসমান (রা.)-কে তার বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখে, তখন হযরত আলী (রা.) তাদের সাথে গিয়ে দেখা করেন ও তাদের এরূপ করতে বারণ করেন এবং বুঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অবরোধকারীরা তার কথায় কর্ণপাত করে নি, এতে হযরত আলী (রা.) ক্ষুদ্ধ হয়ে নিজের পাগড়ি সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে আসেন। অবরোধের এক পর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হযরত উসমান (রা.)'র বাড়িতে পানি পর্যন্ত ছিল না। তখন বাড়ির বারান্দা থেকে উঁকি মেরে হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.)'র খোঁজ করেন আর এটি জানতে পেরে হযরত আলী (রা.) তখন তিন মশ্ক বা কলসি পানি তার বাড়িতে পাঠান; কিন্তু বিদ্রোহীরা সেই পানি হযরত উসমান (রা.)'র বাড়িতে পৌঁছতে বাঁধা দেয়। তাদের আক্রমণে বেশ কয়েকজন দাস আহতও হন, কিন্তু তবুও তারা সেই পানি হযরত উসমান (রা.)'র দুয়ারে পৌঁছে দেন। হযরত আলী (রা.) যখন বুঝতে পারেন, বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, তখন তিনি তার দু'পুত্রকে তার নিরাপত্তা রক্ষার্থে নিয়োজিত করেন। ইমাম হাসান ও হুসায়ন (রা.) সহ আরও কয়েকজন হযরত উসমান (রা.)'র বাড়ির মূল ফটকে পাহারা দিতে থাকেন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন আবু বকর দু'জন সঙ্গিকে নিয়ে একজন আনসারীর বাড়ির দিক দিয়ে চুপিসারে হযরত উসমান (রা.)'র বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং তাকে শহীদ করে। হযরত আলী (রা.) যখন এটি জানতে পারেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং হযরত হাসান ও হুসায়ন (রা.)-কে প্রশ্ন করেন, তোমরা দরজায় পাহারারত থাকা সত্ত্বেও হযরত আমীরুল মুমিনীন কীভাবে নিহত হলেন? তিনি (রা.) হযরত হাসানকে চড় মারেন ও হযরত হুসায়নের বুকেও করাঘাত করেন, তাদের সাথে থাকা যুবকদেরও বকাঝকা করেন। হযরত উসমান (রা.) অবরুদ্ধ থাকাবস্থায় একদিন যখন মসজিদে হযরত আলী (রা.)-কে নামাযের ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি বলেন, '**আমীরুল মুমিনীন অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় আমি তোমাদের নামায পড়াব না।**' একথা বলে তিনি একা একা নামায পড়ে বাড়িতে চলে যান।

হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহীদের শান্ত করার বিভিন্ন চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর হযরত উসমান (রা.)'র কাছে তাদের শায়েস্তা করার বা দমন করার অনুমতিও চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি অনুমতি দেন নি।

হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার প্রেক্ষাপটও হুযূর (আই.) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র বরাতে উপস্থাপন করেন। বিশৃঙ্খলাকারীরা হযরত আলী, হযরত তালহা বা হযরত যুবায়ের (রা.)'র মধ্য থেকে কোন একজনকে খলীফা বানানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যাতে তাদের মনোনীত খলীফাকে দিয়ে তারা যা ইচ্ছা করাতে পারে। কিন্তু যখন তারা তাদের দুরভিসন্ধিতে বিফল হয় এবং তাদেরকে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা ঘোষণা দেয়- যদি দু'দিনের ভেতর কেউ খলীফা না হয়, তবে তারা আলী, তালহা ও যুবায়ের এবং সব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করবে। মদীনাবাসীরা ইতোমধ্যেই তাদের বর্বরতার পরিচয় হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের মাধ্যমে পেয়ে গিয়েছিল, তাই তারা নিজেদের এবং নারী ও শিশুদের প্রাণ নিয়ে সংশয়ে পড়ে যান। তারা গিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে তাদের প্রাণ রক্ষার্থে বয়আত গ্রহণের অনুরোধ করেন। হযরত আলী (রা.), যিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মন্তব্য করেন— এখন তিনি খিলাফতের দায়িত্ব নিলে নিঃসন্দেহে অনেক মুসলমান মনে করবে, হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের পেছনে তারই হাত রয়েছে। কিন্তু হযরত আলী (রা.) তার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় এভাবে প্রদান করেন যে, এই নিশ্চিত অপবাদ জেনেও কেবলমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে তিনি মসজিদে নববীতে সবার উপস্থিতিতে বয়আত নেন এবং বদরী সাহাবীদের, বিশেষভাবে তালহা ও যুবায়ের (রা.)'র বয়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.)'র আশংকাই সত্যে পরিণত হয়, সম্ভাব্য শাস্তি এড়ানোর জন্য নৈরাজ্যকারীদের কিছু যায় আবু সুফিয়ানের কাছে, কিছু যায় হযরত আয়েশা এবং তালহা ও যুবায়ের (রা.)'র কাছে, আবার অনেকে যায় হযরত আলী (রা.)'র কাছে।প্রত্যেকের কাছে গিয়েই তারা উল্টো-পাল্টা বুঝিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে, যার পরিণতিতে উটের যুদ্ধ এবং সিফফীনের যুদ্ধের মত ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।প্রাসঙ্গিকভাবে হুযূর হযরত তালহা ও যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যে তারা দু'জন বয়আত করার পর বয়আত ভঙ্গ করেন— সেই ভ্রান্তিরও অপনোদন করেন এবং তারা কোন পরিস্থিতিতে এবং কোন শর্তে হযরত আলী (রা.)'র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন, কীভাবে তারা হযরত আলী (রা.)'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হন এবং নিজেদের ভুল শুধরে নেন, এমনকি মৃত্যুর পূর্বে হযরত তালহা (রা.) কীভাবে হযরত আলী (রা.)'র পক্ষের একজনের কাছে স্বেচ্ছায় হযরত আলী (রা.)'র বয়আত গ্রহণ করেন— সে বিষয়গুলো তুলে ধরেন। একইসাথে হযরত তালহার প্রতি হযরত আলী (রা.)'র গভীর ভালোবাসা এবং তার হত্যাকারীর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশের বিষয়গুলোও হুযূর সবিস্তারে তুলে ধরেন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) পুনরায় আলজেরিয়া ও পাকিস্তানে চলমান বিরোধিতার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে সেখানকার নিপীড়িত আহমদীদের জন্য পুনরায় দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন, একইসাথে হুযূর একথাও স্মরণ করান যে, যেভাবে দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন— তা হচ্ছে না। হুযূর সকল আহমদীকে দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ করেন। এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন আহমদীর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন; প্রথম জানাযা রাবওয়ার ডাঃ তাহের আহমদ সাহেবের, ২য় জানাযা চৌধুরী হাবীবুল্লাহ্ মাযহার সাহেবের, ৩য় জানাযা খলীফা বশীরুদ্দীন সাহেবের এবং ৪র্থ জানাযা খলীফা রফী উদ্দিন সাহেবের

সহধর্মিণী মোহতরমা আমীনা আহমদ সাহেবার। সম্প্রতি তারা পরলোকগমন করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হুযূর তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে তাদের পরিচয়, অসাধারণ গুণাবলী ও ধর্মসেবার উল্লেখ করে তাদের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন। আর তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল এবং প্রয়াতদের সৎকাজগুলো যাতে তারা ধরে রাখতে পারেন সে জন্য দোয়ার অনুরোধ করেন।

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]